গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
টিএ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং- ১৮.০০.০০০০.০১৯.১৮.০০১.২৮-৩১৭

তারিখ ঃ ২৪ বৈশাখ ১৪২৬ / ০৭ মে ২০১৯

বিষয় ঃ আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ২০১৯ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ২০১৯ উপলক্ষ্যে ঢাকা সদরঘাট হতে দূরপাল্লাগামী লঞ্চ,পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-কাজিরহাট, শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী,শিমুলিয়া-মাঝিকান্দি, চাঁদপুর-,শরিয়তপুর, ভোলা-লক্ষীপুর এবং লাহারহাট-ভেদুরিয়া রুটে ফেরী সার্ভিস ও দেশের বিভিন্ন নৌপথে স্টীমার, লঞ্চসহ জলযানসমূহ সুষ্ঠুভাবে চলাচল, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ কর্মপন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ৩০-০৪-২০১৯ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০২। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

০৭.৫.১৯
(মোঃ আলাউদ্দিন)
সহকারী সচিব (টিএ)
ফোন-৯৫৪৬০৭২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
২। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ।
৬। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (অতিথিদের আপ্যায়নের অনুরোধসহ)।
৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, বাংলামটর, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, কোস্টগার্ড, ব্লক-ই, প্লট ১২/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১১। পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা/চট্টগ্রাম /বরিশাল ।
১২। ডিআইজি, ঢাকা, চট্টগ্রাম,খুলনা ও বরিশাল রেঞ্জ।
১৩। ডিআইজি, নৌপুলিশের কার্যালয়, মিরপুর-১, ঢাকা।
১৪। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা।
১৫। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/নারায়ণগঞ্জ/চাঁদপুর/মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/পাবনা/রাজবাড়ী/মাদারীপুর/বরিশাল/ঝালকাঠি/পটুয়াখালী/শরিয়তপুর/ খুলনা/ভোলা/বরগুনা/লক্ষীপুর/পিরোজপুর।
১৬। পুলিশ সুপার ঢাকা/ চট্টগ্রাম/নারায়নগঞ্জ/চাঁদপুর/মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/পাবনা/রাজবাড়ী/মাদারীপুর/বরিশাল/ঝালকাঠি/পটুয়াখালী/শরিয়তপুর/ খুলনা/ভোলা/বরগুনা/লক্ষীপুর/পিরোজপুর।
১৭। উপপুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), দক্ষিণ, ঢাকা।
১৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিজিএমই, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিকেএমই, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২০। সভাপতি, বাঅনৌচ (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা, ১৪ পুরানা পল্টন, দারুস সালাম আর্কেড (৫ম তলা), ঢাকা।
২১। সভাপতি, লঞ্চ মালিক সমিতি, সদরঘাট টার্মিনাল ভবন, ঢাকা।
২২। সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১ রাজউক এভিনিউ, বিআরটিসি ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
(টিএ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ২০১৯ উপলক্ষ্যে ঢাকা সদরঘাট হতে দূরপাল্লাগামী লঞ্চসহ পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-কাজিরহাট, শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী, শিমুলিয়া-মাঝিরকান্দি, চাঁদপুর-শরিয়তপুর, ভোলা-লক্ষীপুর এবং লাহারহাট-ভেদুরিয়া রুটে ফেরি সার্ভিস ও দেশের বিভিন্ন নৌপথে স্টীমার, লঞ্চসহ জলযানসমূহ সুষ্ঠুভাবে চলাচল, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ কর্মপন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি ঃ খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
তারিখ ঃ ৩০.০৪.২০১৯।
সময় ঃ সকাল ১০:৩০ টা
স্থান ঃ সভাকক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সভা পরিচালনায় সহায়তা করেন। শুরতেই বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বিগত সময়ে পবিত্র ঈদে ঢাকা নদী বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া নৌযানসমূহের যাত্রীদের চাপ এবং ঢাকা নদী বন্দরের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর যাত্রীসেবা, যাত্রীদের নিরাপত্তা, নৌরুট ব্যবস্থাপনা, নৌযানের সংখ্যাবৃদ্ধি ও পুনর্বিন্যাস, এ সংক্রান্ত সমন্বয় এবং বিবিধ বিষয়ে মোট ৩৬টি প্রস্তাবনা সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাবসমূহের উপর উপস্থিত সকলের মতামত আহবান করা হয়।

২.১। জনাব সাইদুর রহমান রিন্টু, সহসভাপতি, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা বলেন, সদরঘাটে নৌকা দিয়ে যাত্রী উঠানামা বন্ধ করতে হবে। পথিমধ্যে লঞ্চ থামানো বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, ১ম ও ২য় শ্রেণীর মাস্টার তৈরী করতে হবে। তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, ঢাকা-বরিশালের মিয়ারচর, ঢাকা-ভোলার ভোলা খালে ড্রেজিং করা প্রয়োজন। এছাড়াা, বরিশাল টার্মিনালে লঞ্চ ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ঈদের পূর্বে ২/৩টি পন্টুন দিতে হবে। নারায়ণগঞ্জ টার্মিনালে প্রবেশের সংযোগ সড়ক যানজটমুক্ত করতে হবে। জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম ভূইয়া, সহ-সভাপতি, লঞ্চ মালিক সমিতি বলেন, ঢাকা-বরিশাল ১/২টি লঞ্চের যাত্রীদের বার্দিং ব্যবস্থা করতে হবে। শিমুলিয়াঘাটে যাত্রী উঠানামার রাস্তা ঝুঁকিপূর্ণ তা জরুরী ভিত্তিতে সংস্কারের কাজ করতে হবে। ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ বন্ধ করতে হবে। জনাব মোঃ বদিউজ্জামান বাদল, সিনিয়র সহসভাপতি, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা বলেন, পর্যাপ্ত লঞ্চ আছে। গুলিস্তান হতে সদরঘাটগামী সংযোগ সড়ক হকারমুক্ত ও যানজটমুক্ত রাখতে হবে। মলম পার্টি, অজ্ঞান পার্টির তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, নদীর মাঝখানে পেতে রাখা জাল অপসারণ করতে হবে। খারাপ আবহাওয়ায় লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। জনাব রুস্তম আলী বলেন, ঈদের আগে ও পরে ৩দিন ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান চলাচল বন্ধ রাখতে হয়। কিন্তু ফেরীর সংখ্যা কম থাকায় বিভিন্ন সমস্যা হয়। ফেরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। জনাব জাহাঙ্গীর আলম বেপারী বলেন, যাত্রীবাহী নৌযানের দুর্ঘটনা অনেকটা কমে গেছে। মেঘনা নদীতে রাতের বেলায় বাল্কহেড চলাচলের কারণে নৌ-দূর্ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন, বালুবাহী ট্রলারের চলাচল বন্ধ রাখার জন্য নৌপুলিশ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ট্রাক চালক শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি জনাব তাজুল ইসলাম বলেন, কাভার্ড ভ্যান ফেরীতে উঠাতে অতিরিক্ত টাকা নেয়, তা বন্ধ করতে হবে। সিরিয়ালের নামে হয়রানী বন্ধ করতে হবে। জনাব শাহ আলম বলেন, বরিশাল-লাহার হাট রুটে হিসাবের বাইরে বেশি আদায় করা হয়, তা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, বৈধ মাস্টার/ড্রাইভার দ্বারা জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করতে হবে। তিনি কার্যপত্রের প্রস্তাবসমূহের সাথে একমত পোষণ করেন।

২.২। এ পর্যায়ে প্রতিবন্ধী যাত্রীদের নৌযানে উঠানামায় সহযোগিতা করার বিষয়ে ব্র্যাক এর পক্ষ থেকে একটি ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবন্ধী যাত্রীদের লঞ্চে উঠানামায় সহযোগিতা করার জন্য পৃথক জনবল নিয়োগ করা এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য টিভিতে স্ক্রল দেয়াসহ বিভিন্নভাবে প্রচার প্রচারণা চালানোর আহবান জানানো হয়। নৌযানে উঠানামার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী যাত্রীদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।

২.৩। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ বলেন, পাটুরিয়া ঘাটে যাত্রী দুর্ভোগ কমানোর জন্য জেলা প্রশাসন থেকে ব্যবস্থা নেয়া হয়। গত ঈদে কোন যাত্রীকে ঘাটে নামাজ পড়তে হয় নাই। তিনি বলেন, এ ঘাটে ২০টি ফেরীর প্রয়োজন। জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী বলেন, দৌলতদিয়া ফেরীঘাটে ২১টি জেলার প্রবেশদ্বার। পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নাব্যতা সংকট নেই। ২০টি ফেরী রাখতে হবে। এর মধ্যে ১০টি রোরো ফেরী রাখতে হবে। দৌলতদিয়া প্রান্তে ৬টি ঘাট। ভাঙ্গন হতে পারে। ২ নম্বর ঘাট বর্তমানে সচল নেই। ৬টি ঘাটেই সচল রাখতে হবে। দৌলতদিয়া প্রান্তে বিআইডব্লিউটিএ'র কর্মকর্তাগণকে সার্বক্ষণিক অবস্থান করতে হবে। তিনি বলেন, দৌলতদিয়া সংযোগ সড়ক সচল রাখতে হবে। বর্ষা মৌসুমে সমস্যা হতে পারে। এছাড়া, ঘাটে লাইটিং ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশের পাশাপাশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটও রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ বলেন, আগামী ১০/১৫ দিনের মধ্যে শিমুলিয়া ঘাটে সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে সভা করে এ সংক্রান্ত সেল গঠন করতে হবে। কন্ট্রোলরুম খোলা হবে। পার্কিং ইয়ার্ডে বেআইনী কাজ করতে দেয়া হবে না, করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজির সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। ঢাকা-মাওয়া সড়ক উন্নয়ন কাজ চলমান থাকায় ফেরী ঘাটে যাওয়া বিঘ্নিত হবে। প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঈদের সময় ৫দিন ট্রাক ও কভার্ড ভ্যানের চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। রাতের বেলায় বাল্কহেড ও বালুবাহী ট্রলার চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। বড় যানবাহন মাওয়া রুটে গেলে ফেরীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর বলেন, যাত্রীসাধারনের নিরাপদ পারাপারে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে সভার আয়োজন করা হবে।

তিনি বলেন, ঈদের সময় ফেরী বাড়ানো প্রয়োজন। এছাড়া নৌপথে নাব্যতা বজায় রাখতে হবে। ঘাটগুলো ব্যবহার উপযোগী রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় রেকারের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাজবাড়ী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মুন্সীগঞ্জ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ঈদে ঘরমুখো ও ফিরতি যাত্রীদের নৌপথে পারাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.৪। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বলেন, নৌপথে স্পীডবোট গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন। স্পীডবোটসমূহকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, মাস্টার/ড্রাইভারগণ যেন পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায় এর ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য পালাক্রমে মাস্টার/ ড্রাইভার দিয়ে লঞ্চ পরিচালনা করা প্রয়োজন। যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানে কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। তিনি বলেন, লঞ্চগুলো বরিশাল প্রান্তে মধ্যরাতে ভিড়বে। তাই নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। এছাড়া, কালবৈশাখী মৌসুমে বিশেষ সতর্কতার সাথে লঞ্চ চালাতে হবে। ডিআইজি নৌ-পুলিশ বলেন, নৌ-পুলিশ নৌপরিবহণ সেক্টরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তবে নৌ-পুলিশের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এর মধ্যেও যাত্রীদের দুর্ভোগ কমেছে। তিনি বলেন, প্রতিবছর পাটুরিয়া, মাওয়া, আরিচা, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী নদী বন্দরসমূহে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে সেল গঠন করা হয়। পূর্বের ন্যায় এবছরও মাঠ পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হবে।

২.৫। ডিজি, শিপিং বলেন, ১১টি টার্মিনাল ও ১১৩টি লঞ্চঘাট দিয়ে যাত্রীবাহী ৮৩২টি ও অন্যান্য ২১০টি নৌযান দুরপাল্লার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে প্রদিদিন চলাচল করে থাকে। আসন্ন দুর্যোগপূর্ণ মৌসুমে যাত্রীদের অসুবিধা হতে পারে। ঈদের প্রস্তুতিমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হবে এবং সতর্কতামূলক নির্দেশনাসমূহ মিডিয়ায় প্রচার করা হবে। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও কন্ট্রোলরুম খোলা হবে। জেলা প্রশাসন, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি এর সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, ঈদের ছুটি আগে থেকে নির্ধারণ করতে হবে। চেয়ারম্যান, বিআইডিব্লিউটিসি বলেন, সুষ্ঠুভাবে যানবাহন পারাপারের জন্য পর্যাপ্ত ফেরী রয়েছে। ফেরীতে যাত্রী ও ট্রাকসমূহকে সার্ভিস দিতে হয়। বিআইডিব্লিউটিসি'র ৫০টি ফেরী রয়েছে। পাটুরিয়ায় ২০টি ফেরী, যার মধ্যে ১১টি রোরো ফেরী থাকবে। মাওয়ায় ১১টি ফেরী থাকবে। চাঁদপুরে ৫টি ফেরী থাকবে। পাশাপাশি সী-ট্রাক সার্ভিস অব্যাহত রাখা হবে। এ সংক্রান্ত মনিটরিং টীম গঠন করা হবে। ঘাটের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ঈদ ছুটি থাকবে না। ফেরীসমূহেও যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকবে। ঈদের আগে ০৩ দিন ও পরে ০৩ দিন ট্রাক চলাচল বন্ধ রাখা হবে। চেয়ারম্যান, বিআইডিব্লিউটিএ বলেন, বন্দর কমিটি গঠন করা হবে। বন্দর কমিটিতে লঞ্চমালিক ও শ্রমিকদের রাখা হবে। তাদের সমন্বয়ে ঈদে ঘরমুখো যাত্রী সাধারণকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নাব্যতার জন্য ড্রেজিং করা হবে। মার্কা, বয়া, বাতি স্থাপন করা হবে।

২.৬। মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব গোলাম কিবরিয়া টিপু বলেন, সদরঘাটে কোটকাচারী থেকে সদরঘাট টার্মিনাল পর্যন্ত রাস্তা যাত্রীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে হবে। যাত্রীরা লঞ্চের ছাদে উঠে থাকে। এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ ও ডিজি, শিপিং এর সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ফেরীসমূহের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। কোন ফেরী আনলোড করার সাথে অন্য প্রান্তে চলে আসতে হবে। তিনি বলেন, আশা করা যায়, বরিশালে কোন সমস্যা হবে না। সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব জনাব শাহাদৎ হোসেন বলেন, ঈদ-উল-ফিতর এর প্রস্তুতি সভার কারণে ও সকলের সহযোগিতায় প্রত্যেক বছর ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন

হয়েছে। ফেরীঘাটসমূহের ব্যবস্থাপনা বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি ও স্থানীয় প্রশাসন করে থাকে। সবগুলো ঘাট সচল রাখতে হবে। পর্যাপ্ত ফেরী রাখা হবে। সুশৃঙ্খল ফেরী ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কাজ করছে। এ সভার পর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ঘাট কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সভা করে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড় আসছে। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। আবহাওয়া সংকেত মেনে লঞ্চ পরিচালনা করতে হবে। অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ রোধ করতে হবে। রতের বেলায় বাল্কহেড চলতে দেয়া যাবে না।

২.৭। সভাপতি বলেন, অদ্যকার ঈদ প্রস্তুতি সুভাষ আগামী দিনের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। নৌপরিবহন ব্যবস্থা পূর্বের থেকে এখন অনেক নিরাপদ। এরপরও বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, ১০,০০০কিঃ মিঃ নৌপথ ড্রেজিং করা হবে। ড্রেজার বহরে গত ১০ বছরে ২০০টি ড্রেজার সংযুক্ত হয়েছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে আরো ১৫০টি ড্রেজার যুক্ত হবে। কিছু ড্রেজারে আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করা হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা ছেড়ে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা করতে হবে। ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। প্রতিবন্ধী যাত্রীদেরকে উঠানামায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ সংক্রান্ত উপস্থাপনার জন্য তিনি ব্র্যাককে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, ঈদের আগে ও পরে সারা বছর আইন মেনে সতর্কতার সাথে লঞ্চ পরিচালনা করতে হবে। নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। লঞ্চের ছাদে যাত্রী উঠানো যাবে না। পর্যায়ক্রমে গার্মেন্টসসমূহে ছুটি প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে যোগাযোগ করা হয়েছে। আবহাওয়ার সংকেত অনুযায়ী নৌযান চালাতে হবে। একটি দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগী যাত্রীদের পরিবারে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, ডিজি শিপিং এর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। সর্বোপরি লঞ্চ মালিক, মাস্টার, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নৌপথ নিরাপদ রাখতে হবে।

৩.০। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
ক) যাত্রী সেবা নিশ্চিতকরণ	১) সদরঘাটসহ অন্যান্য নদীবন্দরে শৃঙ্খলা রক্ষা ও যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি আনসারসহ কমিউনিটি পুলিশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	২) সদরঘাট টার্মিনাল হকারমুক্ত এবং সদরঘাট থেকে বাহাদুরশাহ পার্ক পর্যন্ত রাস্তা যানজটমুক্ত রাখতে হবে। ঈদের পরে ফিরতি যাত্রীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে সদরঘাট টার্মিনালের সম্মুখস্থ রাস্তা হতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে মধ্যরাতের পর থেকে সকাল ০৮:০০টা পর্যন্ত বাস, মিনিবাস, মিশুক ও টেম্পোসমূহ এলোমোলোভাবে অবস্থান না করে নির্ধারিত স্ট্যান্ডে পার্কিং নিশ্চিত করতে হবে ;	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন।
	৩) সদরঘাটের বর্তমান ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন, যাত্রীদের নিরাপত্তা, সুযোগ-সুবিধা ও সেবার মান অধিকতর উন্নত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
	৪) সদরঘাটসহ অন্যান্য নদী বন্দরে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্টীলের ডাস্টবিন স্থাপন, যাত্রীসাধারণ কর্তৃক ডাস্টবিন ব্যতীত নদীতে কিংবা পন্টুন/গ্যাংওয়েতে ময়লা-আবর্জনা না ফেলা এবং স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ
	৫) ঘাট ইজারাদার কর্তৃক যাত্রী হয়রানি বন্ধে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিএ'র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;	বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ।
	৬) বর্তমান কালবৈশাখী মৌসুম চলমান আছে বিধায় লঞ্চে যাত্রী ওঠার সময় থেকে সার্ভে ও রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী লঞ্চের চালক, মাস্টার ও অন্যান্য কর্মচারীদের অবস্থানসহ জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামাদি যথাযথ রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	৭) লঞ্চে/স্পীডবোটের অনুমোদিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া আদায় করা যাবে না এবং নদীর মাঝপথে নৌকাযোগে যাত্রী উঠানো যাবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপুলিশ ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর।
	৮) ঈদ-উল ফিতরের পূর্বেই সদরঘাটে নতুন টার্মিনাল ভবনের নীচতলায় বরাদ্দকৃত টিকিট	বিআইডব্লিউটিএ,

	কাউন্টার হতে লঞ্চের টিকিট বিক্রি করতে হবে;	বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	৯) টিকিট কালোবাজারী রোধ এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে ই-টিকেটিং ব্যবস্থা পুরোদমে চালু করতে হবে;	বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	১০) ঘাটে অপেক্ষামান বাস, ট্রাক, অন্যান্য পরিবহণ শ্রমিক ও যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার ও টয়লেটের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি
খ) যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১) রাতের বেলায় স্পীডবোট চলাচল বন্ধ করা এবং দিনে বেলায় স্পীডবোট চলাচলের সময় যাত্রীদের লাইফ জ্যাকেট পরিধান নিশ্চিত করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, নৌ পুলিশ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ।
	২) টার্মিনালসমূহে সতর্কতামূলক বাণী ও লঞ্চে টেলিভিশন মনিটরে সতর্কতামূলক বাণী জরুরী বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে;	বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি , বিআইডব্লিউটিএ ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর ।
	৩) রাতের বেলায় সকল প্রকার পণ্যবাহী/মালবাহী জাহাজ, বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়া, ০১/০৬/২০১৯ হতে ০৮/০৬/২০১৯ পর্যন্ত দিনের বেলায়ও সকল বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল বন্ধ রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও নৌ পুলিশ।
	৪) নৌপথে ডাকাতি, চাঁদাবাজি, শ্রমিক, যাত্রীদের হয়রানি ও ভীতিমূলক অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য রাতে পুলিশের টহলের ব্যবস্থা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ, নৌপুলিশ, ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
	৫) প্রত্যেক ঘাট এলাকায় যাত্রীদের জানমাল নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক সমন্বিত (জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ) ভিজিল্যান্স টীম গঠন করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা প্রশাসন ও জেলা/থানা পুলিশ
	৬) নদীতে এলোমেলোভাবে ট্যাংকার, লঞ্চ, কোস্টার বার্জ ইত্যাদি নৌযানের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপুলিশ ও কোস্ট গার্ড
	৭) কোন ক্রমেই লঞ্চের যাত্রী ও মালামাল ওভারলোড করা যাবে না;	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ও বিআইডব্লিউটিএ।
	৮) প্রত্যেক লঞ্চের সিঁড়িতে দুই পাশে কম পক্ষে ২ ফুট প্রশস্ত রেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে;	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ও বিআইডব্লিউটিএ।
	৯) কেবিনের যাত্রীদের ছবি/মোবাইল নম্বর/জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে।	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও বিআইডব্লিউটিএ।
গ) নৌ-রুট ব্যবস্থাপনা	১) লঞ্চের স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিতকল্পে নৌপথে মাছ ধরার জাল পাতা বন্ধ রাখতে হবে;	পুলিশ সুপার, নৌপুলিশ, কাস্টগার্ড
	২) নৌযানে পর্যাপ্ত বয়া এবং নৌপথে বাতি ও মার্কিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ও বিআইডব্লিউটিএ।
	৩) শিমুলিয়া-ইলিয়াস আহম্মেদ চৌধুরী (কাঠালবাড়ী) ঘাট, শিমুলিয়া-মাঝিরকান্দি এবং পাটুরিয়া-দৌলতদিয়াসহ অন্যান্য সকল নৌ-চ্যানেলে প্রয়োজনীয় ড্রাফট নিশ্চিত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি।

	৪) ফেরীঘাট ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিয়ে ঘাটে নির্বিঘ্ন সিরিয়াল প্রদানের ব্যবস্থা করবে;	বিআইডব্লিউটিসি, জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ।
	৫) ঈদের পূর্বে ০৩ দিন ও ঈদের পরে ০৩ দিন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী যানবাহন ব্যতীত সাধারন ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান পারাপার বন্ধ রাখতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি
ঘ) নৌযান বৃদ্ধি/ পুনর্বিন্যাস	১) ভোলা-লক্ষ্মীপুর রুটে নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি
	২) পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ও শিমুলিয়া (মাওয়া)-ইলিয়াস আহম্মেদ চৌধুরী ঘাট (কাঠালবাড়ী) রুটে ফেরীঘাটে ২টি করে মোট ৪টি রেকার রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিসি।
	৩) চাঁদপুর-বরিশাল রুটে লঞ্চ মালিকদের ৬টি লঞ্চ ও বিআইডব্লিউটিসির ২টি স্টীমার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি
ঙ) কো-অর্ডিনেশন	১) বিআইডব্লিউটিএ স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, কোস্টগার্ড, নৌপুলিশ, লঞ্চ মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠান করবে এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ।
	২) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ পুলিশ সুপার, লঞ্চ মালিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সভা করে ব্যবস্থাপনার দিকসমূহ নির্ধারণ করবেন;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ।
	৩) সার্বিক অবস্থা মনিটরিংয়ের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিজিলেন্স টিম গঠন করবে;	নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়।
	৪) ফেরীঘাট ও লঞ্চঘাটসমূহে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ।
	৫) সংশ্লিষ্ট জেলার নৌযান, নৌপথ, পরিবহণের সাথে সম্পৃক্ত সকলের সমন্বয়ে স্থানীয়ভাবে সচেতনতামূলক সভা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি'র প্রতিনিধি।
	৬) চট্টগ্রামের সদরঘাট হতে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও ভোলা ইত্যাদি স্থানে গমন-আগমনের লঞ্চ/জাহাজের যাত্রীদের নিরাপত্তা, বিশ্রাম, টয়লেট ইত্যাদি সেবা প্রদানে চট্টগ্রামেও একটি কমিটি গঠন এবং বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি সার্বিক সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করবে। বিআইডব্লিউটিএ'র আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ।
চ) বিবিধ	১) সকল ফেরী ঘাটে ফেরীর ডাস্টবিন ডিসচার্জ করার ব্যবস্থা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিআইডব্লিউটিসি।
	২) শিমুলিয়া-ইলিয়াস আহম্মেদ চৌধুরী ঘাট (কাঠালবাড়ী) নৌরুটে নৌ দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য পদ্মা নদীতে ঘূর্ণাবর্ত এলাকা মার্কিং করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ।
	৩) দুর্ঘটনায় ডুবে যাওয়া নৌযান/লঞ্চ/জাহাজের অবস্থান যাতে সনাক্ত করা যায় সেজন্য প্রত্যেক নৌযান/লঞ্চ/জাহাজের ছাদের সাথে ২০০/৩০০ ফুট শক্ত রশি দিয়ে বড় প্লাস্টিক কন্টেইনার/বয়া বেঁধে রাখতে হবে।	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা ও বিআইডব্লিউটিএ।

০৪। পরিশেষে সভাপতি ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে ঘরমুখো ও কর্মস্থলে ফেরা যাত্রীদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করণে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং সকলকে মাহে রমজানের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৭.০৫.২০১৯

(খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এম.পি)
প্রতিমন্ত্রী